ঢাবি'র পর বুয়েট

শামসুন্নাহার হলে পুলিশী হামলার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য এখন বন্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র আন্দোলনের মুখে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বুয়েট। উত্তপ্ত রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ক্ষমতাসীন জোট সমর্থক ছাত্র ও শিক্ষকদের দখল দারিত্বের মনোভাব, প্রশাসনের অদক্ষতার কারণে স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। নির্বিকার সরকার... লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য ও জুয়েল রানা**

সরকার কী চায়

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশাসনিক অদক্ষতা ও ক্ষমতাসীনদের প্রভাব বিস্তারের নগ্ন চেষ্টার কারণে স্থবিরতা নেমে এসেছে। দৃশ্যত মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলা থাকুক সরকার তা চায় না। শামসুন্নাহার হলের মেয়েদের ওপর পুলিশি নগ্ন হামলার পরে বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদলের কমিটি গঠন ও আন্দোলনের আশঙ্কায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলার তারিখ পরিবর্তন করা হল। ছাত্রদল ও শিবিরের দখলদারিত্বের কারণে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চরম অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। সন্ত্রাস বিরোধী ছাত্র ঐক্যের সাত দফা দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশ ও শিবির ছাত্রদল কর্মীদের যৌথ সাঁড়াশি হামলার পর বুয়েট কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় আবারও বন্ধ করে দিয়েছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। দ্বিতীয় দফা বুয়েট বন্ধ হওয়ায় সেশনজট মুক্ত বুয়েট তীব্র সেশনজটে পতিত হল। সন্ত্রাসমুক্ত ও মেধাবী

ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতদিন বুয়েটের সুনাম ছিল। সনি হত্যার পরই বুয়েট উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ভাংচুর করে। এবারও তারা অনশনের সপ্তম দিনে নিয়মতান্ত্রিক পথ থেকে একটু সরে এসে ভিসিকে এক ঘন্টার আল্টিমেটাম দেয়। কেটে দেয় উপাচার্য ভবনের টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ। আন্দোলনের নামে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এমন আচরণ আকাঙ্ক্ষিত নয়। তবে অনুসন্ধানে জানা গেছে, বুয়েট কর্তৃপক্ষ মূলত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সমঝোতায় না গিয়ে ক্ষমতাসীন দলের দুই ছাত্র সংগঠন ও পুলিশ দিয়েই আন্দোলন দমন করতে চেয়েছে। নির্ভরশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, বুয়েট বন্ধের ব্যাপারে ৭ সেপ্টেম্বর রাতেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বুয়েট বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ কারণে ৭ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই বুয়েটে প্রচুর পরিমাণ

পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বুয়েট বন্ধ করে দিয়ে চরম অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। পরিচয় দিয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার। উপাচার্যের বক্তব্যে তাদের কান্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রী শুধু বক্তব্য দিয়ে এড়াতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির দায় সরকারের ওপরে পড়ে।

ডেট লাইন ৮ সেপ্টেম্বর

সাত দফার দাবিতে সন্ত্রাস বিরোধী ছাত্রঐক্যের অনশনের সপ্তম দিন। অনশনরত ছাত্রদের ক্রমেই স্বাস্থ্যের অবনতিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে বুয়েটের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। অভিভাবকরা। সকালে অনশনকারী ছাত্র সানির স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে বুয়েটে। সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা বেলা ১১টার দিকে বুয়েটের উপাচার্যের ভবন ঘেরাও করে। প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র ছাত্রী উপাচার্যকে সাত দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য দাবি জানায়। ১২টার দিকে খবর আসে সানির অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। এ সংবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। সন্ত্রাস বিরোধী ছাত্র ঐক্যের একটি প্রতিনিধি দল দেখা করে উপাচার্যের সঙ্গে। তারা উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আলী মূর্ত্তাজাকে এক ঘন্টা সময় দেয় দাবি মেনে নেয়ার জন্য। এ সময় অতিবাহিত হবার পর অবরুদ্ধ করে রাখা হয় উপাচার্যকে। ভিসি অফিসের টেলিফোন কেটে দেয় আন্দোলনকারীরা। বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করা হয়। ছাত্রদের দাবির বিষয়ে সমঝোতা না করে বুয়েট কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। এ সংবাদে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়। উপাচার্য ভবনের সামনে পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ করে আন্দোলনকারীদের ওপর। টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। টিয়ার সেলে ও পুলিশের লাঠিচার্জে কয়েকজন মেয়ে এ সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পুলিশ তাদের ওপর চালায় নির্যাতন। ভিসি ভবনের সামনে পুলিশের লাঠিচার্জের সময়, ছাত্রদল শিবিরের কয়েকজন সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে মুমূর্ষু অবস্থায় থাকা অনশনরত ছাত্র ছাত্রীদের ওপর। তারা অনশনরত শিক্ষার্থীদের স্যালাইন খুলে ফেলে। ভাংচুর করে তাদের ব্যবহার সামগ্রী। আন্দোলনকারী ছাত্রীরা দাবি করেছে এ ভাংচুরে অংশ নিয়েছে সনি হত্যার এক নম্বর আসামি মুকি। তারা জানিয়েছে, ছাত্রদলের কামরুল, পিটার, ফয়সাল, ইমন সুরজ, শিবিরের সাজ্জাদ অনশনকারী শিক্ষার্থীদের হামলায় অংশ নেয়। এ সময়ে মুকি তাদের দলে ছিল। পুলিশের সহযোগিতায় তারা হামলা চালায়। হামলার পর পুলিশই তাদের প্রটেকশন দিয়ে নিয়ে যায়।

ছাত্র ঐক্যের সাত দফা

- সনির হত্যাকারী মুকিসহ সব সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করতে হবে।
- মুকিসহ খুনীদের নামে বুয়েট প্রশাসনকে মামলা দায়ের করতে হবে।
- আন্দোলনকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে অন্যায় শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে।
- সভা-সমাবেশ-মিছিলসহ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।
- ছাত্রী হলের নামকরণ সাবেকুন নাহার সনির নামে করতে হবে।
- '৬১-র অগণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ বাতিল করে বুয়েটে গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ কায়েম করতে হবে।
- অবিলম্বে হল ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করতে হবে।

দুপুর দু'টোর দিকে পুলিশ ছাত্রদের হল ও বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের জন্য মাইকিং করতে থাকে। পুলিশের চাপের মুখে আন্দোলনকারীরা বিশাল মিছিল নিয়ে বুয়েটের মূল গেট দিয়ে বের হয়ে আসে। সহস্রাধিক ছাত্র ছাত্রীর মিছিল এগিয়ে চলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে। বিক্ষুব্ধ মিছিল জগন্নাথ হলের সামনে এলেই শহীদ মিনারের সামনে অপেক্ষমাণ দাঙ্গা পুলিশ মিছিলের ওপর নির্বিচারে টিয়ার সেল ছুঁড়তে থাকে। এ সময় কয়েক জন ছাত্র ছাত্রী রাস্তায় পড়ে যায়। পুলিশ তাদের বেধড়ক মার দেয়। পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের মুখেও ছাত্র ছাত্রীরা জগন্নাথ হল ও শহীদ মিনারের মধ্যবর্তী রাস্তার চত্বরে অবস্থান নেয়। এ সময় সুশান, ফারিয়া, সাহিন ও নন্দিনী নামে চার ছাত্রীকে রাস্তায় ফেলে পুলিশ লাথি মারতে থাকে। পুলিশের হামলায় সুশানের বাঁ হাত ভেঙে যায়। মেয়েরা অনশনকারীদের জন্য রক্ষিত স্যালাইন নিয়ে পাশের মসজিদে ঢুকলেও পুলিশ সেখানে ঢুকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। পুলিশের বেপরোয়া কাঁদানে গ্যাসের সেল নিক্ষেপের কারণে পুরো এলাকায় গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র ছাত্রীরা চোখে পানি দিতে ছোটাছুটি করতে থাকে। আধ ঘন্টা পরে আবারও ছত্রভঙ্গ শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ হলের মোড়ে সমাবেত হতে থাকে। বিকাল চারটার দিকে মেয়র হানিফ আসেন ঘটনাস্থলে। তিনি সমবেত আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম করে কোনো সরকারই টিকে থাকতে বাংলার মাটিতে পারেনি, এ সরকারও পারবে না। এ সময় শহীদ মিনারে পুলিশ বসতে না দেয়ায় সাবেক মেয়র হানিফের কাছে ছাত্র ছাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে। তাকে রাজনৈতিক বক্তব্য না দেয়ার অনুরোধ করে। মোঃ হানিফ চলে যাবার পর দাঙ্গা পুলিশ আবারও অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত হয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পুলিশ মাইকে এক মিনিটের মধ্যে চত্বর ছেড়ে যেতে নির্দেশ দেয়। এর পরই আবারও শুরু হয় অ্যাকশন। টিয়ার শেল, লাঠিচার্জ। পুলিশ আন্দোলনকারীদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে টিএসসিতে। ছাত্ররা তখন প্রাণভয়ে ছুটছে। এ সময় ডাসের নিকট অবস্থানরত ছাত্রদলের কর্মীরা পুলিশকে ধর ধর বলে উৎসাহিত করতে থাকে। পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে কয়েকজন ছাত্র উঠে যায় রাজু ভাস্কর্যের ওপর। এক পর্যায়ে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে টিয়ার শেল মারতে থাকে। ছাত্ররা এখন জ্বালো জ্বালো বলে স্লোগান দিতে থাকে। সন্ধ্যা ছ'টায় পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে আন্দোলনকারীরা এ সময় ছাত্রদল নেতা তেহেরী আবদুল করিম আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে থাকে, বুয়েটের ছাত্রদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্থান হবে না। সন্ধ্যা ছ'টায় পুলিশ আবারও অ্যাকশনে যায়। পুলিশের অ্যাকশনের কারণে ছাত্র ছাত্রীরা টিএসসি ছেড়ে অবস্থান নেয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। সেখানেও পুলিশ হামলা চালায়। আন্দোলনকারীরা এ সময় মুক্তাঙ্গনে ঢুকে পড়ে। সেখানে পুলিশ হামলা চালালে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দিয়েছে, দাবি না আদায় পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

বুয়েটের আন্দোলনকারী ছাত্র ছাত্রীদের ওপর পুলিশি অমানবিক বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় হরতাল ডেকেছে ছাত্রলীগ, প্রগতিশীল ছাত্র ঐক্য, সন্ত্রাস বিরোধী ছাত্র ঐক্য। বুয়েটের আন্দোলন প্রসঙ্গে ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচিত ইউকসু'র এজিএস মোঃ নূরুল হাসান উল্লাস ২০০০কে বলেন, ছাত্রদের সাত দফা দাবি ন্যায়সঙ্গত। আমরা শুধু একাত্মতা ঘোষণা করেছি। তাদের দাবির সঙ্গে। বুয়েটে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছিল। আপনারা কেন বুয়েটকে আন্দোলন করে উত্তপ্ত করে তুলছেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অরাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করছে। প্রশাসন ও পুলিশের অগণতান্ত্রিক আচরণের কারণে বুয়েট উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। '৬১ সালের অধ্যাদেশ আপনারা বাতিল করতে যাচ্ছেন কেন? এ অধ্যাদেশটি তো শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে জারি করা হয়েছিল। এ প্রশ্নের জবাবে উল্লাস বলেন, আইয়ুব সরকারের আমলে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্যই স্বৈরাচারী সামরিক সরকার এ অধ্যাদেশ জারি করে। এ কারণে কালো এ অধ্যাদেশ বাতিলের দাবি

পরবর্তী অংশ ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

‘আমার নির্দেশেই পুলিশ অ্যাকশনে গিয়েছে’

অধ্যাপক মোঃ আলী মূর্ত্তাজা *উপাচার্য, বুয়েট*

সাপ্তাহিক ২০০০ : *বুয়েট কেন বন্ধ করে দিলেন?*

অধ্যাপক মোঃ আলী মূর্ত্তাজা : বুয়েটে ক্রমেই স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসছিল। আজ সকাল আটটা হতে সকল বিভাগের বেশিরভাগ ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার ছিল প্রায় নব্বই শতাংশেরও বেশি। সকাল আনুমানিক দশটার দিকে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ছাত্ররা সাধারণ ছাত্রদের উত্তেজিত করার জন্য কান্না বিজড়িত কণ্ঠে মাইকে এ মিথ্যা প্রচারণা চালায় যে, অনশনরত একজন ছাত্র মারা গেছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা শোকাভিভূত ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী তাদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে উপাচার্যের অফিসের সামনে সমবেত হয়। এ সময় আমি বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধান, আবাসিক হলসমূহের প্রভোস্ট, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও সিনিয়র শিক্ষকগণকে আমার অফিসে আসার জন্য অনুরোধ করি। আনুমানিক সকাল সাড়ে এগারোটার সময় আন্দোলনরত প্রায় ২০ (বিশ) জন ছাত্র উপাচার্য অফিসে আসে। ছাত্ররা শিক্ষকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে আমাকে তাদের শাস্তি প্রত্যাহারসহ অন্যান্য দাবি এক ঘণ্টার মধ্যে মেনে নেয়ার জন্য আলটিমেটাম দেয়। দাবি মানা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করবে বলে হুমকি দেয়। আমি ও উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলী বুঝাতে চেষ্টা করি যে, শাস্তি প্রদান ও মওকুফের বিষয়টি একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হয় এবং তাদের দাবি বিবেচনার জন্য সময়সীমা বেঁধে না দেয়ার বিষয় অনুরোধ করি। ছাত্ররা শিক্ষকগণের কথায় কর্ণপাত না করে তাদের দাবিতে অনড় থাকে। আমার অফিসের সামনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে এরা উস্কানিমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে থাকে এবং আমাকে ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। দুপুর প্রায় পৌনে একটার দিকে আমি অফিসসহ সমগ্র প্রশাসনিক ভবনে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেই। অফিসের চারদিকের গেটগুলোতে তালা বন্ধ করে আমার অফিসে উপস্থিত আমি সহ বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধান, আবাসিক হলসমূহের প্রভোস্ট, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও সিনিয়র শিক্ষকসহ প্রায় ৫০ জনকে অবরোধ করে রাখে। এর পরপরই তারা কিছু টেলিফোন লাইনও কেটে দেয়। খুবই পরিতাপের বিষয় যে, কিছু বহিরাগত নেতা- নেত্রী এ সময় ছাত্রদেরকে উত্তেজিত করতে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেয়। এমন অবস্থায় বুয়েট বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জানিয়েছি। ছাত্রফ্রন্টের মোশাররফ হোসেন বলেন, সুপরিকল্পিতভাবে আজকে পুলিশ ও ছাত্রদল হামলা চালিয়েছে। এটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়।

শান্তিপূর্ণ বুয়েটে গত ৮ জুন নিহত হয় মেধাবী ছাত্রী সনি। ছাত্রদলের টেন্ডারের দখলদারিত্বের জন্য বন্দুক লড়াইয়ের মাঝে পড়ে। দুই মাস অতিবাহিত হয়ার পরও গ্রেপ্তার হয় হত্যাকারী মুকি ও সহযোগীরা। অভিযোগ রয়েছে হত্যাকারী ক্ষমতাসীন নেতাদের ছত্রছায়ায় রয়েছে। অপরদিকে সনি হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর বুয়েট কর্তৃপক্ষ শাস্তি কার্যকর করেছে। মূলত এ বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে খোলার পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বুয়েট। শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে যায়। অবনতিশীল পরিবেশে দেড় মাস মেয়াদ থাকাকালীন ২৯ আগস্ট উপাচার্য নূরুউদ্দীন আহমেদকে অপসারণ করা হয়। নিয়োগ দেয়া হয় মোঃ আলী মূর্ত্তাজাকে। জানা গেছে, তিনি দলীয় আনুগত্যের কারণেই নিয়োগ পেয়েছেন। নিয়োগ পেয়ে ছাত্রদল, ছাত্র শিবির কট্টরপন্থি শিক্ষকদের নিয়ে বুয়েট চালাতে চেয়েছেন। এ কারণে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। দ্বিতীয় দফা বন্ধ হবার কারণে বুয়েট তীব্র সেশন জটে পতিত হল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাড়াতাড়ি খুলছে না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা নিয়ে কর্তৃপক্ষের টালবাহানা শুরু হয়েছে তাতে ৩১ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন এক অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। শামসুন্নাহার হলে ২৩ জুলাই রাতে ছাত্রীদের ওপর পুলিশের বর্বর হামলার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে সাবেক উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ২৮ জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে তখনকার উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলাম ৩১ জুলাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ইউসুফ হায়দার অতিশীঘ্র বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সব দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে সিন্ডিকেট মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় ৮ সেপ্টেম্বর হল খুলে দিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হবে। কিন্তু হল খোলার ঠিক ৪ দিন আগে ৪ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেট মিটিং-এ বিশ্ববিদ্যালয় ও হল খোলা স্থগিত ঘোষণা করে। পরিকল্পনাহীনভাবেও কতগুলো খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়। মিটিং-এ বন্ধের কারণ হিসেবে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য উল্লেখ করেন, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে গুলি পাওয়া গেছে। অস্ত্রসহ দুই ছিনতাইকারী ক্যাম্পাস থেকে গ্রেপ্তার। খোলার পরে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার আশঙ্কা কিন্তু এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জনৈক সাধারণ ছাত্র সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ‘একটা হল রেইড দিলেই এরচেয়ে বেশি অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়, কই তখন তো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয় না।’ অধ্যাপক মেজবাহ কামাল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে স্বৈরতান্ত্রিক বলে উল্লেখ করেন।

তবে সূত্র হতে জানা যায়, ক্যাম্পাস বন্ধের প্রধান কারণ হচ্ছে ছাত্রদলের কমিটি। ছাত্রদলের কমিটি গঠনের পূর্বে ক্যাম্পাস খোলার কোনো সম্ভাবনা নেই। ছাত্রদলের কমিটি না থাকায় সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের এই আন্দোলনে ছাত্রদল কর্তৃপক্ষকে কোনো প্রকার সহযোগিতা করতে পারেনি। তাই বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বাকি দাবি পূরণের আন্দোলন বুয়েটের আন্দোলনের মতো যাতে জোরালো না হয় সেজন্য ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণার পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সম্ভাবনা রয়েছে। ছাত্রদলের কমিটি গঠন নিয়ে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এজন্যে সরকারের শীর্ষমহলে কমিটি গঠনের পরে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার চিন্তা-ভাবনা করছে বলে জানা যায়। তবে একাধিক সূত্র হতে জানা যায়, কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ ছাত্র শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

২০০০ : বুয়েট বন্ধের সিদ্ধান্তটি ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে?

অধ্যাপক মোঃ আলী মূর্ত্তাজা : না। এ সিদ্ধান্ত আমরা সিন্ডিকেট সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করেই নিয়েছি। ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়নি।

২০০০ : শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে নাকি গতকাল রাতে আপনার বৈঠক হয়েছে? এ বৈঠকে বুয়েট বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কি?

মোঃ আলী মূর্ত্তাজা : নো, নেভার অ্যাট আল। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো বৈঠকই গতকাল হয়নি। হ্যাঁ, তবে তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি প্রতিদিনই বুয়েটের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে টেলিফোনে আলোচনা হয়েছে। আমি তাঁকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছি।

২০০০ : একদিকে সনি হত্যাকারীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে না। অপরদিকে আন্দোলনকারীদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। বুয়েট কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত কি বৈষম্যমূলক নয়?

মোঃ আলী মূর্ত্তাজা : শাস্তির ব্যাপারটি সনি হত্যাকান্ডের সঙ্গে মেলানো ঠিক নয়। শাস্তি হয়েছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ভাংচুর করেছে, ক্ষতিসাধন করেছে তাদের বিরুদ্ধেই। হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দায়িত্ব বুয়েটের নয়, সরকারের।

২০০০ : পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন করেছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

মোঃ আলী মূর্ত্তাজা : আমরা বুয়েট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাঁচটার মধ্যে হল খালি করে দেয়ার জন্য ছাত্রদের নির্দেশ পাঠান হয়েছে। পুলিশকে এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে বলছি। তারা এ নির্দেশ কিভাবে বাস্তবায়ন করছে, তা আমার জানা নেই।

২০০০ : আপনি তাহলে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন?

মোঃ আলী মূর্ত্তাজা : হ্যাঁ আমি পুলিশকে অ্যাকশনে যাবার নির্দেশ দিয়েছি। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে বলেছি।

২০০০ : ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা অনশনকারী ছাত্রদের ওপরে হামলা চালিয়েছে। বিষয়টি কি আপনি জানেন?

মোঃ আলী মূর্ত্তাজা : আমি এ খবর দুপুরে শুনেছি। তবে বিষয়টি গুজব হতে পারে।

২০০০ : তদন্তের আগে আপনি কিভাবে বললেন খবরটি গুজব?

মোঃ আলী মূর্ত্তাজা : আন্দোলনকারী ছাত্ররা গুজব ছড়িয়ে সাধারণ ছাত্রদের টানতে চেষ্টা করছে। সকালে তারা প্রচার চালিয়েছে একজন ছাত্র অনশন করা অবস্থায় মারা গেছে। এ খবর শুনেই সাধারণ ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ভিসি অফিস ঘেরাও করে। অনেক ঘটনাই তারা অতিরঞ্জিত করে প্রচার করছে।

২০০০ : আপনি বলছেন, আন্দোলনকারীরা আপনাকে দাবি মানতে মাত্র এক ঘণ্টা সময় দিয়েছে। অনশন কর্মসূচির আজ সপ্তম দিন। এরমধ্যে সমঝোতায় গেলেন না কেন?

মোঃ আলী মূর্ত্তাজা : আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করছি। তাদের বলেছি সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে। বুয়েট নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলে। সিদ্ধান্তের জন্য একাডেমিক কাউন্সিল আছে, সিনেট আছে। ৯ সেপ্টেম্বর একাডেমি কাউন্সিলে বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তারা এতে কর্ণপাত করেনি। সমঝোতায় আসতে চায়নি।

২০০০ : বুয়েট বন্ধ ও ছাত্রদের পুলিশ ও ছাত্রদল দিয়ে বিতাড়ন করা ছাড়া কি কোনো বিকল্প পথ ছিল না?

মোঃ আলী মূর্ত্তাজা : পরিস্থিতি এতো ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থে বুয়েট বন্ধ করে দেয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ ছিল না।

কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে চাপ দিচ্ছে, যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দলীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যেতে পারে। এজন্য তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটো হল চাচ্ছে তাদের সংগঠনের সুবিধার্থে। সূত্র থেকে জানা যায়, এক্ষেত্রে তাদের প্রথম পছন্দের হল হচ্ছে সলিমুল্লাহ হল এবং অমর একুশে হল। এসব কারণেও সরকারের উচ্চ পর্যায় চাচ্ছে আলাদা ব্যানারে যাতে শিবির ক্যাম্পাসে না ঢোকে, তার জন্য ছাত্রদলের কমিটি পূর্ণাঙ্গ করে ছাত্রদলকে চাঙ্গা করতে।

এদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৯ সেপ্টেম্বর পুনরায় বন্ধ করে দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যাতে এ অবস্থায় না পড়তে হয় তার জন্য তারা ছাত্রদলকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে।

উত্তপ্ত চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের পথ ধরেই যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চরম অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। গত ২৭ আগস্ট প্রগতিশীল ছাত্রজোট সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডাকে। এই ধর্মঘট সফল করতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রগতিশীল ছাত্র জোটের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। এ সময় শিবির ক্যাডারদের বর্বরোচিত হামলায় প্রগতিশীল ছাত্রজোটের কমপক্ষে ২০ নেতা-কর্মী আহত হয়। হামলা চলাকালে শিবির ক্যাডাররা ১০ ছাত্রীকে মারধর ও আরও কয়েক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করে। প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতা-কর্মীরা দাবি করছে প্রক্টর নুরুল আবছারের প্রত্যক্ষ মদদে শিবির ক্যাডাররা তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এরপর থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করার কারণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে শিবির এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অচল হয়ে যেতে পারে। সূত্র থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিবিরের ক্যাডারদের পক্ষে নগ্নভাবে অবস্থান নেয়। যার কারণে শিবির ক্যাডারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুই করার থাকে না, শুধু মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া।

আবার অন্যদিকে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দখল নিয়ে শিবির এবং ছাত্রদলের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ক্যাম্পাসে একক আধিপত্য কায়েম করতে একদল অন্যদলের ওপর হামলা চালায়। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল ৫ শিক্ষককে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা চিঠি দিয়েছে। তারা এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এর কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়ে চরম অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। যে কোনো মুহূর্তে ছাত্রদল-ছাত্র শিবিরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নগ্নভাবে দলীয়করণের কারণে সরকার দলীয় সংগঠনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পারছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করায় শঙ্কিত সচেতন মানুষ। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে। এ প্রশ্ন আজ সবার।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**